দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7-JUL-2000 —
পৃষ্ঠা - ১২ - কলাম - ৫ —

সমস্যাবলীর জরুরী ভিত্তিতে সমাধান না হলে বিনা নোটিশে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে

— ড. মাহবুবুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : গত ৫ জুলাই বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জেলার উপজেলাধীন কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদ্রাসা শিক্ষক মিলনায়তনে প্রিন্সিপাল (ভারপ্রাপ্ত) মাওলানা মোঃ ইউছুফ আলী খানের সভাপতিত্বে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. মাওলানা একেএম মাহবুবুর রহমান। সভায় মাদ্রাসা শিক্ষা রক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহের

পৃঃ ২ কঃ ১

সমস্যাবলীর জরুরী ভিত্তিতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মাওলানা একেএম মাহবুবুর রহমান বলেন, কামিল শ্রেণীর স্টাফিং প্যাটার্ন ঘোষণা, মহিলা কোটা শর্ত রহিতকরণ, ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহ এমপিওভুক্তকরণসহ বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধান করা না হলে বিনা নোটিশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবসমূহ : ১। কামিল শ্রেণীর স্টাফিং প্যাটার্ন জরুরী ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন। ২। মহিলা কোটা শর্ত জুড়ে দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বার বার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও মহিলা শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত থাকলেও সরকার এমপিওভুক্ত করছে না। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দারুণ সমস্যা হচ্ছে। ৩। মাদ্রাসা শিক্ষায় আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলেও বিষয় নির্বাচন ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। যেমন কলেজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা গণিত ও জীব দুটো বিষয়ই এক সংগে পড়তে পারে, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকায় তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগে বিরাট বাধা। ফলে মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্ররা লেখাপড়া করতে তেমন আগ্রহী হয় না। ৪। মেডিকেলে শিক্ষক হওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিতে হয় না। কিন্তু মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষক হিসাবে নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে হলে গণিত/ইংরেজী পরীক্ষা দিতে হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে। ৫। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মঞ্জুরী বিধি চালু করা প্রয়োজন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা কাজী নুরুল ইসলাম মুহাদ্দিস, মাওলানা খোরশেদ আলম, সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মনজুর আলী, সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মালেক তালুকদার, সহকারী অধ্যাপিকা বিলকিস জাহান, নুরুল আলম, মাওলানা ইয়াকুব আলী, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা লুৎফুননাহার প্রমুখ।